তারিখঃ ২০.৩.২১ – ২১.৩.২১ ইং

**পিতৃমন্ডল ও মাতৃমন্ডল এবং পুত্রমন্ডল**

ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করলে পূর্বের আলোচনা কৃত বিষয়গুলো পরবর্তীতে আরো পরিস্কার হতে থাকে

সেজন্য ধাপে ধাপে আলোচনা গুলো করতে হচ্ছে

দলিল প্রমাণাদি, কিতাব, অমুক গ্রন্থ তমুক গ্রন্থ অথবা অমুক ধর্ম তমুক ধর্ম, আমরা এখনো ঐগুলোতে যাইনি।

হিন্দুরা বলছে মুসলমানরা ভুল, মুসলমানরা বলছে খ্রিস্টানরা ভুল, ইহুদিরা বলছে সাবায়ীনরা ভুল

সেগুলোর মধ্যেও আছে নানান ফিরকা নানান মতবাদ।

* **প্রশ্নঃ** সাবায়ীন কি/কারা?
* **উত্তরঃ** কোরআনে বর্নীত আহলে কিতাবীদের একটি উম্মত। ইহুদী খৃষ্টানদের মতই। তবে তারা মিল্লাতে ইব্রাহীম নয়। সাবায়াইগন নিজেদের ধর্ম বিকৃত করে ফেলে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে তাঁর নামে মূর্তি নির্মাণ করে, ভুল ভাবে কোরবানি করে। সেটা পুরাতন একটি ধর্ম। অনেকের মতে সেটা ইদ্রিস তথা জ্বরাসথ্রুর অনুসারী। বর্তমানে তাদেরকে অগ্নি উপাসক বলা হয়। তাদেরও অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। কোরআন নাযিলের সময় তাদের বেশি অবস্থান ছিল পারস্যে।
* **প্রশ্নঃ** উসমান রাঃ কে যারা হত্যা করেছিলো?
* **উত্তরঃ** উসমান রা: কে হত্যা করেছিলো মুসলিমদের একটি বিদ্রোহী দল।

শিয়ার ছেলে শিয়া হিসাবে জন্মেছে, সুন্নির ছেলে সুন্নি, মুতাজিলা ছেলে মুতাজিলা, হানাফীর ছেলে হানাফি, শাফেয়ীর এর ছেলে শাফেয়ী।

সুন্নিদের ঘরে জন্ম নেওয়া ছেলেটি সুন্নিদের পরিবেশে থাকে, সে ঐ আদলে বই-পুস্তক পড়ে। তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাকে সুন্নিদের আদলে গড়ে তুলে।

সে যতই বড় হতে থাকে, ততই আপন পিতা ও পরিবার এবং তার পরিবেশ তথা শিক্ষাগুরু শিক্ষার পরিবেশ অনুযায়ী শুধু এটাই শিখতে থাকে সে হক দল বাকিরা সকলে বাতিল। ঘুরে ফিরে তার নিকট সকল কিছু এই ভাবে উপস্থাপন করা হয়।

মূলত এটা চিন্তা চেতনা তথা শিক্ষার শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ তখন তার শিক্ষাগুরুর সাজারাহ সুন্নি। তখন শিষ্যও আপন গুরুর অনুসরণে সুন্নি হতে থাকে।

আদিকাল থেকে একটি সাধারণ ধারা বহমান যদিও ব্যতিক্রম কিছু হয়েও থাকে তারপরেও রাজার ছেলে রাজা, তথা শাসকের ছেলের শাসক, হুজুরের ছেলে হুজুর, কামারের ছেলে কামার, নাপিতের ছেলে নাপিত। এটা হল পিতার দিক থেকে সাজারাহ। বিষয়টা পূর্ব বর্ণিত উদাহরণ এর মতই চিন্তা, চেতনা, শিক্ষা এবং পরিবেশের ধারাবাহিকতা। জৈবিক দেহের পিতার সাজারাহ কে তার সন্তানরা এভাবে বহন করে।

যখন একটা শিশু কেবল আদম সন্তান এই পরিচয় পৃথিবীতে আসে তখন তার দ্বারা কিভাবে বোঝা সম্ভব কোনটা হক কোনটা ভুল? কারণ প্রতিটি শাস্ত্র, দলমত তৈরি হয় যার যার সাজারাহ অনুসারে।

এমন একটা অকাট্য বিদ্যা কি থাকা উচিত নয়? যেই বিদ্যার মাধ্যমে আমরা প্রকৃত সত্যকে বুঝতে পারব, চিনতে পারবো, দেখতে পারবো?

অকাট্য বিদ্যা হল সেটা যেটাতে ভুল নেই, যুক্তি প্রমাণ দলিল কোন কিছুই ওই বিদ্যাকে অস্বীকার করতে পারে না। অবশ্যই সেই বিদ্যা হতে হবে নিরপেক্ষ এবং শাস্ত্র জ্ঞানের উর্ধে।

আমরা বিদ্যার শাখা প্রশাখা নিয়ে পরে আলোচনা করব। বিদ্যা মানব প্রকৃতির মন মনোনয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমত দুই প্রকার। একটিকে বলা হয় অন্তর্নিহিত বিদ্যা অপরটিকে বলা হয় অর্জিত বিদ্যা।

অন্তর্নিহিত বিদ্যা হল তা, যা প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। চোখ, কান, নাক, মুখ, অনুভূতি তথা ত্বক, আরো একটি ইন্দ্রিয় আছে যাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে, সেটা হলো চিন্তা চেতনা আকুল বুদ্ধি ।

অর্জিত বিদ্যা হল তা, যা বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রহণ করার পর জানতে পারা যায়।

প্রথম বিদ্যাটি অকাট্য। শাস্ত্রের বিদ্যা বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক, দলিল-প্রমাণ, খণ্ড-বিখণ্ড, তর্ক-বিতর্ক অনেক কিছু আছে। আপাতত অকাট্য বিদ্যাটিকে ই পিতা হিসেবে ধরে নিচ্ছি। তাহলে শাস্ত্র বিদ্যাকে মাতা রুপে ধরে নেওয়া যায়।

মাতা ও পিতা ধরে নেওয়ার কারণ হলো জগতের প্রতিটি কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি। দয়ার বিপরীতে কঠোরতা, ধৈর্যের বিপরীতে প্রতিশোধ, বিনয় এর বিপরীতে অহংকার অর্থাৎ স্বভাব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জোড় হয়ে থাকে। সুখের বিপরীতে দুঃখ, হাসির বিপরীতে কান্না, অর্জন করার বিপরীতে খুইয়ে ফেলা। অনুরূপ পুরুষের বিপরীতে নারী, ছেলের বিপরীত মেয়ে, পিতার বিপরীতে মাতা। প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে আমরা জোড়া খুজে পাচ্ছি।

এই জোড়া কখনো কখনো বিপরীত ধারাতে যেমন হয় অনুরূপ স্বপক্ষের ধারাতেও হয়ে থাকে।

যেমন রাজার সহযোগী রাজকুমার, ডান হাতের সহযোগী বাম হাত, অনুরূপ ডান চোখের বিপরীতে বাম চোখ।

এই পর্যন্ত আলোচনায় আমরা তিনটা রুপ পেয়ে গেলাম। পিতৃ মন্ডল, মাতৃ মন্ডল, পুত্র মন্ডল এটাকে ভ্রাতৃ মন্ডলও বলা যেতে পারে।

সমগ্র জগৎ পরিকল্পনায় এবং পরিক্রমার মধ্যে জোড়ার সাথে জোড়া তিনটি নিয়মের যে কোন একটিতে হবেই।

১/ পিতৃ মন্ডল কেবল নিজেই একটি জোড়া।

২/ পিতৃ মন্ডল ও মাতৃ মন্ডল মিলিয়ে একে অপরের জোড়া।

৩/ পিতৃ মন্ডল ও পুত্র মন্ডল মিলিয়ে একে অপরের জোড়া।

কেবল পিতৃ মন্ডল হিসেবে যাকে ধরা হবে, সেটা ইংলিশ প্যারেন্টস তথা মাতা-পিতা এক সাথেই হবে। অর্থাৎ পিতৃ মন্ডলে মূলের দিক থেকে একটাই অস্তিত্ব। সেটাতে একই সাথে মাতা ও পিতা উভয়েই আছে।

যখন মাতৃমন্ডল নিয়ে কথা উঠবে তখন সেই মাতৃমন্ডলের বিপরীতে পিতৃ মন্ডল অবশ্যই থাকবেই,

মাতৃ মন্ডল একাই নিজের জোড়া হয় না।

বিশ্বজগতে যখন পুত্র মন্ডল নিয়ে কথা উঠবে তখন পুত্র মন্ডলের সহযোগী আরো একটি জোড়া থাকবেই সেটা পিতৃ মন্ডল হিসবেও ধরা যেতে পারে অথবা ভাতৃ মন্ডল হিসেবেও ধরা যেতে পারে

* **প্রশ্নঃ** [যখন মাতৃ মন্ডল নিয়ে কথা উঠবে তখন সেই মাতৃ মন্ডলের বিপরীতে পিতৃ মন্ডল অবশ্যই থাকবেই] অর্থাৎ এর মধ্যে পিতৃ মন্ডল ইনক্লুড করা?
* (পিতৃর মধ্যে মাতৃ আছে কিন্তু মাতৃর মধ্যে পিতৃ নেই।)
* **উত্তরঃ** পুত্র মন্ডলের মধ্যে পিতৃ মন্ডল সহযোগী না ধরা হলে, পুত্র মন্ডল নিজেই একে অপরের জোড়া হবে। তখন পুত্র মন্ডলের এক অংশ ছেলে অপর অংশ মেয়ে। এটাও পিতৃ মন্ডলের মতই। যার মধ্যে মাতা আছে, পিতাও আছে।

তবে একটা বড় পার্থক্য আছে পুত্র মন্ডল ও পিতৃ মন্ডল চিনার। পুত্র মন্ডলের জোড়া একই সত্বা হয় না। তার বিপরীত অপর কিছু একটা থাকেই

কিন্তু পিতৃ মন্ডলে পিতা নিজেই নিজের জোড়া

এই পর্যন্ত বুঝতে কঠিন হতে পারে। প্রয়োজনে এটা ভাল করে বুঝে নিবেন। উদাহরণে গেলে সহজেই বুঝা যাবে।

আল্লাহ ছাড়া বাকি সমগ্র বিশ্ব জগতের মৌলিক বিন্যাস এটাই। আমরা যখন শিক্ষক কথাটা বলি তখন এটাতে আলাদা করে শিক্ষিকা শব্দটা ব্যবহার না করলেও বুঝা যায় শিক্ষক শব্দের মধ্যেই শিক্ষিকা আছে।

* **প্রশ্নঃ** এটা কি আদম আলাইহিস সালামের মধ্যে হাওয়া বিদ্যমান সেরকম?
* **উত্তরঃ** হ্যা, আমি সেটাতে যাব পরে।

শিষ্য বা স্টুডেন্ট কথার মধ্যে ছেলেও আছে মেয়েও আছে এটা হল পুত্র মন্ডল এর উদাহরণ। প্রকৃতি, কল্পনা, বিদ্যা,বস্তু যেকোনো বিষয়ে বলি সকল কিছু এই সিস্টেমের মধ্যেই আছে।

* **প্রশ্নঃ** অর্থাত্ এমন কতোগুলো শব্দ যা ছেলে মেয়ে দুইটাই বোঝাবে?
* **উত্তরঃ** হ্যা।
* **প্রশ্নঃ** পিতৃ মন্ডলে পিতা নিজেই নিজের জোড়া। এর উদাহরন?
* **উত্তরঃ** যখন আদম একটি সত্ত্ব, একটি সত্তা থেকে সকল মানব ও মানবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে আদম হল পিতৃ মন্ডল। যখন রুহ এর কথা বলি রুহের জোড় রুহ নিজেই সেটা পিতৃ মন্ডল।

যদি এখন কোন ট্রিনিটি বিশ্বাসী খৃষ্টান এসে বলে পিতা হলো আল্লাহ, পুত্র হলো ইসা তখন কি মাতৃ মন্ডল রুহ? রুহ তো পিতৃ মন্ডল। মাতৃ মন্ডলের জোড়া হতে হবে আর সেটা হতে হবে বিপরীত দিক থেকে এবং দুইটা আলাদা সত্তা। অর্থাৎ খ্রিস্টানদের ট্রিনিটি ভুল। আল্লাহর পিতৃ মন্ডল হয়না, মাতৃমন্ডল হয়না, পুত্র মন্ডলও হয়না।

* **প্রশ্নঃ** একটা মাতৃ মন্ডলের উদাহরণ কেমন হবে?
* **উত্তরঃ** মাতা তার বিপরীতে পিতা এটা হলো মাতৃ মন্ডলের উদাহরণ। মাতৃ মন্ডলের বিপরীত লিঙ্গ অথবা বিপরীত কোন একটা থিং বা কিছু থাকবেই থাকবেই। যদি আল্লাহকে পিতৃ মন্ডল ধরা হয় তখন তাঁর মধ্যে জোড়া সেই নিজে হতে হবে তার মধ্যে পুত্র ও মাতৃ মন্ডল থাকার কোন সুজুগ নেই। এই হিসেবেও ত্রিনিটি ভুল হবে। পিতৃ মন্ডল এক সত্ত্বা।
* **প্রশ্নঃ** অর্থাৎ আল্লাহ gender হতে পবিত্র?
* **উত্তরঃ** আল্লাহ উক্ত তৃমন্ডলের বাহিরে। তাঁকে গণনা করার সুযোগ নেই। কারণ তিনি এক তবে সেটা। সংখ্যা দিয়ে না, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি এই মন্ডলের স্রষ্টা, তিনি এই সব থেকে পবিত্র। তিনি যদি এই মন্ডলের অংশ হয়ে থাকেন, অথবা স্রষ্টাকে এই মন্ডলের অংশ মনে করলে সেটা আর স্রষ্টা থাকল না।

এখন নিজের দেহ থেকে উদাহরণ খুজে নিন। আপনার অস্তিত্ব সেটা পৃথিবী মন্ডল। তার মধ্যে আছে জৈব দেহ এবং আত্মার দেহ। অর্থাৎ আত্মার দেহ এবং জৈব দেহ মিলিয়েই প্রতিটি সত্তা।

ভাতৃ মন্ডল ডান হাতের সহযোগী বাম হাত, ডান চোখের সহযোগী বাম চোখ, ডান কানের বিপরীত বাম কান। কাধের সহযোগী কাধ। যখন বিপরীত কথাটা আসবে তখন সেটা পিতৃ-মাতৃ মন্ডল। যেমন হাতের বিপরীত পা, আগার বিপরীত গোড়া, সামনের বিপরীত পিছন।

আমরা আকাশকে পুরুষ হিসেবে জানি, ভূমিকে নারী হিসেবে। কারণ আকাশের বিপরীত ভূমি তথা জমিন। আকাশ শব্দটি পুরুষবাচক শব্দ অভিধান অনুসারে। পৃথিবীর শব্দটি নারীবাচক শব্দ অবিধান অনুসারে। সেজন্য পৃথিবীকে ধরণী ধাত্রী সাবিত্রী ইত্যাদি বলা হয়।

আকাশে চন্দ্র আছে সূর্য আছে। পৃথিবীতে অনুরূপ দুইটা ট্রায়াঙ্গল আছে। আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল 2 টি সপ্তর্ষি ও লঘু সপ্তর্ষি। দুই কিবলা। কোরআনের দুইটি অংশ আছে মুহকাম ও মুতাশাবিহা। এটা ভাতৃ মন্ডল।

বার বার পঠিত 7 টি আয়াত ও কুরআন নাযিল হয়েছে।

কোরআন সমগ্র টি একটি অংশ আর সূরা ফাতিহা আরেকটি অংশ, দুই অংশ মিলিয়েই ফুরকান। শাস্ত্রের বিষয়াদি হয়ত অনেক কিছুই আপনারা জানেন না তাই শাস্ত্রকে পরে টেনে আনব।

এই জমিনে মাতৃমন্ডল কোন অংশটি? সেটা হল সিরিয়া ও হারামাইন তথা সমগ্র জাজিরা

তাহলে জমিনের পিতৃ মন্ডল কোন অংশ? এই প্রশ্নের উত্তর পরে।

* **প্রশ্নঃ** আজমী?
* **উত্তরঃ** আযমী তা ঠিক তবে জাজিরার বাহিরে সবটাই তো আযমী বলে। একটা নির্দিষ্ট অংশ যদি মাতৃ হতে পারে তাহলে একটা নির্দিষ্ট অংশ পিতৃও হতে পারে।
* **প্রশ্নঃ তাহলে** ভারতীয় উপমহাদেশ?
* **উত্তরঃ** এটা পরে আলোচনা হবে। আমরা বললেই তো হয়ে গেলো না। অকাট্য বিদ্যা তা বলে দিবে।

সৃষ্টিতত্ত্বে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে কে কার সন্তান সেটা সহজে চেনা যায় না। অর্থাৎ সন্তানের পিতা কে সহজে চিনা যায় না। তবে গর্ভধারিণী মাতাকে সবাই চিনে সবাই দেখে। কে কার বীর্য থেকে এসেছে সেটা বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিভিন্ন আলামত দিয়ে টেস্ট করে তারপরে বার করা যায়, কে জেনুইন পিতা। কিন্তু মাতার ক্ষেত্রে এসব লাগেনা। কোন মাতা, কোন সন্তানকে জন্ম দিয়েছে সেটা সবাই দেখে সবাই জানে। তাই সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ম অনুসারে মাতা কে আগে চেনা যায়।

আজকে এ পর্যন্তই কারো কোন প্রশ্ন থাকলে করা যেতে পারে

**প্রশ্নঃ** পিতৃ মন্ডল কি তখনই সঠিক হবে যখন তার মধ্যে পুত্র বা মাতৃ মন্ডল পাওয়া যাবে???

**উত্তরঃ** পিতৃ মন্ডল একক সত্ত্ব ধরে নিলে তার মধ্যে মাতৃ মন্ডল বা পুত্র মন্ডল আসে না

**প্রশ্নঃ** পিতৃ মন্ডল এক জায়গায় একক সত্তা এবং আরেক জাগায় একাধিক সত্তা রূপে থাকতে পারে???

**উত্তরঃ** পিতৃ মন্ডল একই সাথে একটি সত্ত্বার মধ্যে দুইটি রুপ। তার একাধিক সত্ত্বা থাকে না। পিতা সব সময় এক জনই। তবে পুত্র মন্ডলে একাধিক সত্ত্বা থাকতে পারে।

**পুত্র মন্ডল কন্যা মন্ডল একই**

**আবার পুত্র + পুত্র+ বহু পুত্র**

**পুত্র + কন্যা+বহু পুত্র ও কন্যা**

**কন্যা+ কন্যা +বহু কন্যা**

**প্রশ্নঃ** পিতৃ মন্ডল একক সত্তা হওয়া সত্ত্বেও মাতৃমণ্ডল তার মধ্যে সুপ্ত বা গুপ্ত অবস্থায় থাকে?

**উত্তরঃ হ্যা।** ক্লাসে কত জন শিক্ষার্থী বা স্টুডেন্ট আছে? দুই জন হতে পারে বহু জন হতে পারে ছেলেও হতে পারে মেয়েও হতে পারে আবার ছেলে ও মেয়ে এক সাথেও হতে পারে বহু ছেলে ও বহু মেয়েও হতে পারে।

**প্রশ্নঃ** বহু পুত্র / বহু কন্যা কি মূলত পুত্র মন্ডল?

**উত্তরঃ** হ্যা।

**প্রশ্নঃ** ১/ পিতৃ মন্ডল নিজেই নিজের জোড়। ২/ পিতৃ মন্ডল আর মাতৃমন্ডল মিলে জোড়। তার মানে ১ম পিতৃ আর ২য় পিতৃ এক না?

**উত্তরঃ** হ্যা ঠিক আছে প্রথম পিতৃ মন্ডল একটা আলাধা বিষয়, পরের মাতৃমন্ডলের পিতা আলাধা বিষয়। এক সাথে দুইটা মন্ডল একত্রে হবে না। যখন মাতৃ মন্ডল তখন কেবল মাতৃ মন্ডল, যখন পিতৃ মন্ডল তখন কেবলই পিতৃ মন্ডল, যখন পুত্র মন্ডল তখন কেবলই পুত্র মন্ডল।

**চলবে……**